

রাজনৈতিক দল

ভূমিকা

আধুনিক গণতন্ত্র হল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ যুগে বিশালায়তন রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসনকাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ নির্বাচনকার্য সম্পন্ন হয় দলীয় ভিত্তিতে। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই দলীয় সরকার বলা হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল শুধু সরকার গঠনের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যপরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ‘রাজনৈতিক দল’ শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা তিনটি পর্বে বিন্যস্ত হলো :

পাঠ-১ : রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য।

পাঠ-২ : রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী।

পাঠ-৩ : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব।

পাঠ-১ : রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ➡ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ➡ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

যখন কোন জনসমষ্টি রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে একমত পোষণ করে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা আরোহণে আগ্রহী এবং রাজনীতি সচেতন হয়ে সংঘবদ্ধ হয় তখন এই সংঘবদ্ধ একদল লোককে ‘রাজনৈতিক দল’ বলে।

এগুপ্ত বার্ক বলেন, “রাজনৈতিক দল এরূপ একটি জনসমষ্টি যারা কিছু ঐক্যবদ্ধ নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে।”

অধ্যাপক গেটেল বলেন, “রাজনৈতিক দল বলতে কম-বেশি সংগঠিত একদল লোককে বোঝায়, যারা রাজনৈতিকভাবে এককরূপে কাজ করে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়।”

অধ্যাপক ফাইনার বলেন, “আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন।”

ম্যাকাইভার বলেন, “রাজনৈতিক দল বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সম্মিলিত এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার গঠনে প্রয়াসী।”

অধ্যাপক সুম্পিটার রাজনৈতিক দলের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “রাজনৈতিক দল এমন একটি সংস্থা যার সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ।”

বস্তুত রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়। প্রকৃত রাজনৈতিক দলের কাছে নেতা ও দলের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড়।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। নিম্নে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

- ১। রাজনৈতিক দল কিছু সংখ্যক মানুষের একটি রাজনৈতিক সংগঠন।
- ২। রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ কম-বেশি একইরূপ আদর্শ ও নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একত্রিত হয়।
- ৩। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে।
- ৪। জনমতের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রচার, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এবং জয়লাভের চেষ্টা করে।
- ৫। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে।
- ৬। রাজনৈতিক দল দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায়।

বস্তুত সংগঠন, কর্মসূচি ও ক্ষমতালভ রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দল জনসমষ্টি, ঐক্যবদ্ধনীতি এবং জাতীয় স্বার্থ অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ। রাজনৈতিক দল মূলত একটি সংগঠন। রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে দলীয় নীতির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হয়। এছাড়া, পরাধীন দেশের রাজনৈতিক দল জনগণকে স্বাধীনতার প্রেরণা দান করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে।

পাঠ্যের মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

- ১। রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য কী হওয়া বাঞ্ছনীয়?

(ক) জনগণের কল্যাণ সাধন করা	(খ) সরকারের সমালোচনা করা
(গ) সরকারের দুর্বল দিক চিহ্নিত করা	(ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা
- ২। যে জনসমষ্টি সরকার গঠনে প্রয়াসী তাদের বলা হয়—

(ক) এনজিও	(খ) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী
(গ) রাজনৈতিক দল	(ঘ) ধর্মীয় সংগঠন
- ৩। রাজনৈতিক দলের সংক্ষিপ্ত অথচ উত্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন—

(ক) অধ্যাপক ফাইনার	(খ) জন লক
(গ) এরিস্টটল	(ঘ) অধ্যাপক সুম্পিটার

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

- ১। রাজনৈতিক দল কাকে বলে?
- ২। রাজনৈতিক দলের প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিন।

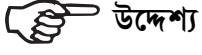
(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

- ১। (ক) ২। (গ), ৩। (ঘ)

পাঠ-২ : রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

➡ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি

আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আধুনিককালে রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক দল বহুমুখী কাজ সম্পাদন করে। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বত্রই এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। নিম্নে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

- ১। **নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন :** রাজনৈতিক দল কর্মসূচি প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতেই জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। লোয়েলের মতে, “জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য। রাজনৈতিক দলের সমর্থকগণ নিজ দলের কর্মসূচির প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকে।
- ২। **নির্বাচন-সংক্রান্ত কাজ :** নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করে নির্বাচনী অভিযানের কর্মসূচি প্রণয়ন করে। নির্বাচনে জয়লাভ করার নিমিত্তে দলের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এবং সর্বপ্রকার নির্বাচনী কলা-কৌশলকে কাজে লাগায়।
- ৩। **জনমত গঠন :** দলীয় নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে ‘জনমত গঠন’ করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান কাজ। রাজনৈতিক দল বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি এবং প্রচলিত জনমতকে প্রভাবিত করে।
- ৪। **রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ :** আধুনিক রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বিশাল এবং জনসংখ্যাও বিপুল। বেশিরভাগ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাও বিচিত্র ধরনের। এসব জটিল সমস্যা নির্ণয় এবং এগুলোর মধ্যে কোন সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন তা রাজনৈতিক দল নির্ধারণ করে।
- ৫। **সরকার গঠন :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সরকার গঠন করা। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে দল সরকার গঠন করে।
- ৬। **বিরোধী ভূমিকা পালন :** গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দল সরকারের ভুল-ত্রুটি বা গণবিরোধী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনার ভয়ে সরকারি দল জনকল্যাণকর কাজে উদ্যোগী হয়।
- ৭। **দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কাজ :** রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ হল নিজ দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মীদেরকে দলীয় নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে, দলের প্রতি অনুগত রাখে এবং বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।
- ৮। **সংযোগ সাধন সংক্রান্ত কাজ :** রাজনৈতিক দল মূলত জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যে সব রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কম-বেশি বিদ্যমান সে সব রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগণ তাদের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ সরকারের নিকট তুলে ধরে এবং সরকার সেগুলো অবহিত হয়।
- ৯। **রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসার সংক্রান্ত কাজ :** দেশের জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। নির্বাচনকালীন সময়ে জনসাধারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা-সমালোচনা থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে ও শিখতে পারে।

১০। স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা সংক্রান্ত কাজ : যে সকল জাতি আজও পরাধীন, রাজনৈতিক দলের কাজ হল সেক্ষেত্রে এ সকল জাতিকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নেয়া। জনগণকে সে অনুযায়ী সুসংগঠিত করে স্বাধীনতা অর্জন করা।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হল নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন, নির্বাচন, জনমত গঠন, রাষ্ট্রীয় সমস্যা নির্ধারণ, সরকার গঠন, বিরোধী ভূমিকা পালন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, সংযোগ সাধন, রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার প্রসার এবং বিভিন্ন জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্জনে অনুপ্রেরণা দান। এছাড়া, বিশ্বের পরাধীন দেশের রাজনৈতিক দল জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে স্বাধীনতা অর্জন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বিকল্প বা ছায়া সরকার নামে আখ্যায়িত হয়—

- | | |
|--------------|-----------------|
| (ক) জনমত | (খ) বিচার বিভাগ |
| (গ) নির্বাচন | (ঘ) বিরোধী দল |

২। নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সে দল —

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (ক) সরকার গঠন করে | (খ) রাজপথে আন্দোলন করে |
| (গ) বিরোধী ভূমিকা নেয় | (ঘ) বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয় |

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ কী কী?

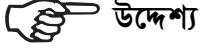
(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দলের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (ক)

পাঠ-৩ : গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব



উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

➡ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল রাজনৈতিক দল। গণতন্ত্রের অপর নাম সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। অধ্যাপক ফাইনার বলেন, “আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন।” তাই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিম্নরূপ-

- ১। **জনমত গঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতা দান :** গণতন্ত্র জনমত দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা। বক্তৃতা, বিবৃতি, জনসভা এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মাধ্যমে দলীয় কর্মীবৃন্দ জনসাধারণের সামনে দলের কর্মসূচি, আদর্শ ও বক্তব্য তুলে ধরে। এতে জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয় এবং সুষ্ঠু জনমত প্রদানে সক্ষম হয়। লোয়েলের মতে, “জনমতকে সবার সামনে উত্থাপন করে গণরায় আদায়ের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য।”
- ২। **সরকার গঠন :** গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি প্রকাশ করে। জনগণ এ থেকে সবচেয়ে কল্যাণকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা ও সমর্থন দান করে। দলীয় ভিত্তিতে জনগণ ভোট প্রদান করে সরকার গঠনে সহায়তা করে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সরকার গঠনে রাজনৈতিক দল জনগণকে সাহায্য করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে মিলনের সেতু নির্মাণ করে।
- ৩। **আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ :** গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ অনেকটাই রাজনৈতিক দলেরই কাজ। কেননা রাজনৈতিক দলই জনমত নির্ণয় করে আবার দলের মাধ্যমেই জনগণ সরকার গঠন, ভাঙন এবং সরকারকে সমর্থন জানাতে পারে। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।
- ৪। **শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন :** রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে সাহায্য করে। সরকার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব বা বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় না।
- ৫। **বিরোধী বিকল্প পক্ষ :** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যেন গণবিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়, স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সেদিকে বিরোধী দলগুলো সতর্ক দৃষ্টি রাখে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলই ‘বিকল্প সরকার’।
- ৬। **ভিন্নমুখী মতামত একত্রীকরণ :** সাধারণত জনগণ কোন বিষয়ে সহজে একমত হতে পারে না। অধ্যাপক ফাইনারের মতে, “জনগণের মতামত অত্যন্ত ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত।” ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে একমাত্র রাজনৈতিক দলই সংগঠিত করতে পারে। এজন্যই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের উপর। তাই রাজনৈতিক দলকে ‘স্বার্থ একত্রীকরণ’ বলা হয়ে থাকে।
- ৭। **সংসদীয় সরকারের উপযোগী :** সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। দলীয় শৃঙ্খলাই সংসদীয় সরকারকে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় দৃঢ় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে।

৮। নেতৃত্বের বিকাশ : রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে দলীয় কর্মীবৃন্দ সংগঠিত হয় এবং নানামুখী কার্যক্রমে নেতৃত্বদানের সুযোগ লাভ করে। ফলে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল নতুন নেতৃত্ব বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

মূলত রাজনৈতিক দলের তৎপরতায় গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থে জনগণের শাসনে পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস তাই যথার্থই বলেন, “গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জটিল ও সুদূর প্রসারী।”

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা দলের মাধ্যমেই জনগণ শাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সরকারের নিকট তুলে ধরে। জনপ্রতিনিধিগণ দলের মাধ্যমেই কাজ করে। রাজনৈতিক দল জনমত গঠন, নীতি নির্ধারণ, রাজনৈতিক চেতনার ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (ক) গণমাধ্যম | (খ) চাপসৃষ্টিকারী দল |
| (গ) রাজনৈতিক দল | (ঘ) বহু দল |

২। “গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা জটিল ও সুদূর প্রসারী” বলেছেন-

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (ক) গার্নার | (খ) এণ্ডমণ্ড বার্ক |
| (গ) লর্ড ব্রাইস | (ঘ) অধ্যাপক ফাইনার |

৩. “আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন” বলেছেন-

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (ক) গিলক্রাইস্ট | (খ) অধ্যাপক গেটেল |
| (গ) ম্যাকাইভার | (ঘ) অধ্যাপক ফাইনার |

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। রাজনৈতিক দল কিভাবে জনমত গঠন করে?

২। জনগণ কিভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। গ, ২। গ, ৩। ঘ